তারিখ 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

দৈনিক
ইত্তেফাক

ভিকারুন নিসা ও আইডিয়ালে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি অনিয়ম তদন্তে পৃথক কমিটি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

টাকার বিনিময়ে ও তদবিরের মাধ্যমে কয়েক'শ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল ও ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। এ ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটির একাধিক সদস্য মূল ভূমিকা রাখছেন। প্রতি শ্রেণিতে নির্ধারিত আসন সংখ্যার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর মাধ্যমে পুরোপুরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শিক্ষা অধিদপ্তরে এমন অভিযোগ আসার পর দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

মাউশির পরিচালক প্রফেসর মোঃ এলিয়াছ হোসেন জানান, অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছে মাউশির উপ-পরিচালক এস.এম.কামাল উদ্দিন হায়দার এবং তাজিব উদ্দিন। কমিটিকে ৫ কর্মদিবসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অভিভাবকরা বলছেন, এভাবে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা নীতিমালারও লঙ্ঘন। তারা এ ধরনের ভর্তি বন্ধে পদক্ষেপ নিতে শিক্ষা প্রশাসনের কঠোর নির্দেশনা চান। রফিকুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক জানান, পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এর আগে শিক্ষামন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি না করানো হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশও মানা হয়নি।

২০১২ শিক্ষাবর্ষে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রথম শ্রেণিতেই এক হাজার ৩৩৭ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল। ওই বিদ্যালয়ের তিনটি শাখায় (ক্যাম্পাস) বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ (ভার্সন) মিলিয়ে আসন ছিল ৮৪০টি। সেখানে ভর্তি করা হয়েছিল দুই হাজার ১৭৭ জন শিক্ষার্থী।

ওই সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটি নীতিমালা লঙ্ঘন করায় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে। অথচ তদন্ত রিপোর্টের আলোকে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অভিভাবকদের অভিযোগ, এর পর থেকে নিয়ম ভেঙে প্রতিবছর বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করে ঐ প্রতিষ্ঠান। ভিকারুন নিসার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

এ বিষয়ে আইডিয়াল স্কুলের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগমের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া গেছে। ভিকারুন নিসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন ফোন রিসিভ করেননি।